

কলকাতা উচ্চ আদালত  
সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার  
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি দেবাংশু বসাক

এবং

মাননীয় বিচারপতি মো. শব্বর রাশিদি

ডকু পি এল আর টি ২০২৩ সালের ৯৯ নং

ইলেক্ট্রোস্টিল কাস্টিংস লিমিটেড

বনাম

এসাব ইন্ডিয়া লিমিটেড ও অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ

শ্রী অত্রজিৎ মিত্র, বরিশত আইনজীবী

শ্রী এ আগরওয়াল, আইনজীবী

শ্রী সর্বোপ্রিয় মুখার্জি, আইনজীবী

শ্রী সৌরদীপ ব্যানার্জি, আইনজীবী

শ্রীমতি ডি. মুখার্জি, আইনজীবী

উত্তরদাতা নং ১ এর জন্যঃ

শ্রী শক্তিনাথ মুখার্জি, বরিশত আইনজীবী

শ্রী সপ্তাংশু বসু, বরিশত আইনজীবী

শ্রী সিদ্ধার্থ ব্যানার্জি, আইনজীবী

শ্রী রাহুল কর্মকার, আইনজীবী

শ্রী অভিষেক বরন দাস, আইনজীবী

শ্রীমতী শ্রীজনি চংদার, আইনজীবী

শ্রী অমিয় নারায়ণ মুখার্জি, আইনজীবী

রাজ্যের জন্যঃ

শ্রী টি. এম. সিদ্দিকী, বিজ্ঞ এ. জি. পি.

শ্রী মৃগাল কান্তি ঘোষ, আইনজীবী

শুনানি শেষ হয়েছেঃ

১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩

রায়ঃ

৬ই অক্টোবর ২০২৩

**বিচারপতি দেবাংশু বসাক -****ভূমিকা-**

১. রিট আবেদনকারী ২০২১ সালের ও. এ ২০১১ (এল. আর. টি. টি)-তে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ও ভাড়াটে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত ২৪শে জুলাই, ২০২৩ তারিখের আদেশকে আক্রমণ করেছেন।
২. বিতর্কিত আদেশের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল বলেছে যে রিট আবেদনকারী ব্যক্তিগত উত্তরদাতার দ্বারা জমা দেওয়া ধর্মাস্তকরণের আবেদনের ক্ষেত্রে আগ্রহী ব্যক্তি ছিলেন না। ট্রাইব্যুনাল আরও বলেছে যে ২০২১ সালের ২৮শে জুলাই রাষ্ট্রপতি বিভাগের কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৫৫-এর ধারা ৪সি-র অধীনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত ২৮শে আগস্ট, ২০১৯-এর আদেশে কোনও অনিয়ম বা অসঙ্গতি নেই। ট্রাইব্যুনাল মূল আবেদনটি খারিজ করে দিয়েছে।

**রিট আবেদনকারীর বক্তব্য-**

৩. রিট আবেদনকারীর পক্ষে শিক্ষিত প্রবীণ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, রিট আবেদনকারী ব্যক্তিগত উত্তরদাতার সংলগ্ন জমির মালিক। ব্যক্তিগত উত্তরদাতা ১৯৫৫ সালের আইনের ৪সি ধারার অধীনে পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার বিধিমালা, ১৯৬৫-এর বিধি ৫এ-এর সাথে পাঠ করার জন্য আবেদন করেছিলেন। ব্যক্তিগত উত্তরদাতা জমি রূপান্তর করতে চেয়েছিলেন

বিভিন্ন প্লটে ৭.৪৫ একর জমি নিয়ে গঠিত। প্রাথমিকভাবে, বেসরকারী উত্তরদাতা ২০১৮ সালের ১৬ই মে শালী থেকে বাণিজ্যিক/বাস্তুতে জমি রূপান্তরের জন্য আবেদন করেছিলেন। পরবর্তীকালে, বেসরকারী উত্তরদাতা ১১ই জুলাই, ২০১৯-এ এই জমিটি শিল্প উদ্যানে রূপান্তর করার জন্য আবেদন করেছিলেন। এই ধরনের পরিবর্তনের জন্য আবেদনগুলি এই ধরনের ঘোষণার সাথে ফর্ম ১এ-এর অধীনে দায়ের করা হয়েছিল।

৪. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, বেসরকারী বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত ঘোষণাপত্রটি ফর্ম ১এ সহ মিথ্যা ছিল। ফলস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার বিধি ১৯৬৫ এর বিধি ৫এ (৮) এর অধীনে প্রতিবেদনটিও বিকৃত হয়ে গেছে। তিনি প্রতিবেদনটি উল্লেখ করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে, যদিও রিট আবেদনকারীর নাম প্রতিবেদনের ২৫০ পৃষ্ঠায় ক্রমিক নং ১৫ তে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল, তবুও রিট আবেদনকারীর কাছে কখনও অনাপত্তি সনদের জন্য আবেদন করা হয়নি। অতএব, তাঁর মতে, কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত পদ্ধতি লঙ্ঘন করেছে। বেসরকারী বিবাদী রিট আবেদনকারীর উপর জালিয়াতি চালিয়েছেন।

৫. রিট আবেদনকারীর উত্থাপিত আপত্তির উল্লেখ করে ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮ এবং ১০ই ডিসেম্বর ২০১৮, তারিখের চিঠির মাধ্যমে,

রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, ১৯৫৫ সালের আইনের ৪সি ধারার অধীনে কর্তৃপক্ষ আপত্তি বিবেচনা না করে ১১ জুলাই, ২০১৯ তারিখের ব্যক্তিগত উত্তরদাতার ধর্মাস্তরের আবেদনের অনুমতি দিয়েছে।

৬. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী জমা দিয়েছেন যে, রিট আবেদনকারী ১৯৫৫ সালের আইনের ৫৪ ধারার অধীনে একটি আপিল দায়ের করেছেন যেখানে ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০২০ তারিখের একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ পাস করা হয়েছিল। আপিল কর্তৃপক্ষ ২৮শে জুলাই, ২০২১ তারিখের আদেশের মাধ্যমে আবেদনটি খারিজ করে দেয় যা ট্রাইব্যুনালের সামনে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল যার ফলে বিতর্কিত আদেশ হয়।

৭. রিটের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছেন যে, রিট আবেদনকারীর রূপান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অধিকার রয়েছে। এই যুক্তির সমর্থনে, তিনি ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৪C (২), ওয়েবসাইটে পাওয়া জমি রূপান্তর সম্পর্কিত প্রায়শই উত্তর দেওয়া প্রশ্ন, ১৯৬৫ সালের বিধির নিয়ম ৫A (৬) এবং ৫A (৮), ১৯৯১ সালের বিধির নিয়ম ১৬৪ এবং ১৯৬৫ সালের বিধির নিয়ম ৫(৮), ৫A (১০) এবং ৫A (১১) এর অধীনে প্রতিবেদনের নির্ধারিত বিন্যাসের উপর নির্ভর করেছেন।

৮. রিট আবেদনকারীর অবস্থান সম্পর্কে তাঁর যুক্তি সম্পর্কে রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী ২০০০ খণ্ড ৭ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৫৫২ (এম. এস. জয়রাজ বনাম আবগারি কমিশনার, কেরালা এবং অন্যান্য), ২০০৫ খণ্ড ৩ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৬৮৩ (সাই চলচিত্র বনাম কমিশনার, মীরাট মণ্ডল এবং অন্যান্য), ১৯৭৯ খণ্ড ১ কলকাতা ল জার্নাল ৪৮৯ (সেনাতন রায় বনাম দমদম পৌরসভার পৌর কমিশনার এবং অন্যান্য), অল ইন্ডিয়া রিপোর্টার ২০১৫ কলকাতা ১১২ (প্রভাত পান এবং অন্যান্য বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য) এবং ১৯৮৪ খণ্ড ১ কলকাতা হাইকোর্ট নোট ১১০ (সমরেন্দ্র নাথ বোস বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য)-এর উপর নির্ভর করেছেন।

৯. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, প্রশ্নবিদ্ধ জমিটি ১৯৭৬ সালের নগর ভূমি (সর্বোচ্চ সীমা এবং নিয়ন্ত্রণ) আইনের অধীনে ন্যস্তকরণ কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিল। তিনি ১৯৭৬ সালের আইনের ২০ ধারার অধীনে জারি করা ১৯ এপ্রিল, ২০২১ এবং ২৯ অক্টোবর, ১৯৯২ তারিখের আদেশের উল্লেখ করেছেন।

১০. ১৯৯৬ সালের দ্বিতীয় খণ্ডের উপর নির্ভর করে কলকাতা ল জার্নাল ২৮৫ (পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজিবি কৃষক সমিতি ও অন্যান্যরা বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা) রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ১৯৭৬ সালের আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালের আইনের কোনও প্রয়োগ নেই। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে বিতর্কিত জমি অতিরিক্ত খালি জমি এবং বেসরকারী উত্তরদাতা ধর্মান্তরের জন্য তাদের আবেদনে একটি মিথ্যা ঘোষণা করেছেন।

১১. রিট আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী AIR 2000 সুপ্রিম কোর্ট 843 (বিশেষ কর্মকর্তা এবং সক্ষম কর্তৃপক্ষ, নগর ভূমি সীমা বনাম পি.এস. রাও), 1996 খণ্ড 9 সুপ্রিম কোর্ট মামলা 633 (দারোখি ক্লেয়ার পারেরা এবং অন্যান্য বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য) এবং 2016 SCC অনলাইন কলকাতা 3409 (ওয়েল উইশার ইলেকট্রনিক্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ) এর উপর নির্ভর করে এই প্রস্তাবের সমর্থন করেছেন যে 1976 সালের আইনের ধারা 20 এর অধীনে অনুমতি প্রদানের ফলে অনুমান করা হয় যে 1976 সালের আইনের ধারা 6 থেকে 10 এর বিধান প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ধারা 10 এর অধীনে অতিরিক্ত খালি জমি নির্ধারণ করা হয়েছে।

১২. রিটের পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী আবেদনকারী যুক্তি দিয়েছিলেন যে, ব্যক্তিগত উত্তরদাতা করবেন না

জমিটি শিল্প বা কারখানা বা উৎপাদন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুন। তিনি ১৯৭৬ সালের আইনের বিধানগুলিও উল্লেখ করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে, ১৯৫৫ সালের আইনের ৪সি ধারার অধীনে ২০১৯ সালের ২৮শে আগস্টের আদেশে একটি ত্রুটি ছিল। অধিকন্তু, যেহেতু রিট আবেদনকারীর শুনানি হয়নি, তাই প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে তিনি ১৯৮৬ সালের খণ্ড ৪ সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৫৩৭ (ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টস অফ ইন্ডিয়া বনাম এল. কে. রত্না এবং অন্যান্য)-এর উপর নির্ভর করেছেন।

### উত্তরদাতা নং ১-এর যুক্তি-

১৩. বিবাদী নং ১-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী রিট আবেদনকারীর বিবাদী নং ১-এর মালিকানাধীন জমির রূপান্তরের বিরোধিতা বা প্রতিরোধের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, রিট আবেদনকারীর প্রশ্নবিদ্ধ জমিতে কোনও স্বার্থ নেই। ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ কর্তৃক জারি করা ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখের স্মারকলিপিতে জমির রূপান্তরের জন্য পার্শ্ববর্তী প্লটের মালিকের কাছ থেকে অনাপত্তিপত্র গ্রহণের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। অধিকন্তু, তাঁর মতে, রিট আবেদনকারী রূপান্তরের ফলে সৃষ্ট বা উৎপন্ন পক্ষপাতের প্রকৃতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হননি।

১৪. ১ নং প্রত্যর্থাঁর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দিয়েছেন যে, রিট আবেদনকারীর যুক্তি যে, ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে ছাড়ের ক্ষেত্রে জমি বরাদ্দ করার অগ্রাধিকারের অধিকার থাকবে, তা ভুল। তিনি ১৯৮২ সালের ১৩ জুলাইয়ের প্রজ্ঞাপনটি উল্লেখ করে যুক্তি দিয়েছেন যে, রিট আবেদনকারীর এমন কোনও অগ্রাধিকারের অধিকার নেই। যাই হোক না কেন, জমিটি রাষ্ট্রের হাতে ন্যস্ত করা হয়নি। রিট আবেদনকারী ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সামনে এবং আপিল কর্তৃপক্ষের কাছেও ব্যর্থ হয়েছেন।

১৫. নং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, জমি রূপান্তরের ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক স্বার্থের ক্ষতি রিট আবেদনকারীকে অধিকার দেবে না। তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে, রিট আবেদনকারী কোনও অবস্থান প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি ১৯৭৬ সালের প্রথম খণ্ড সুপ্রিম কোর্টের মামলা ৬৭১ (জসভাই মতিভাই দেশাই বনাম রোশন কুমার, হাজী বশির আহমেদ এবং অন্যান্য), ১৯৭৯ সালের ১ম খণ্ড কলকাতা ল জার্নাল ২৫৮ (মুকুন্দ শাহ বনাম গোল্ডেন পলিয়েস্টার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড), ২০১৩ সালের ৪র্থ খণ্ড সুপ্রিম ট্রাইব্যুনাল মামলা ৪৬৫ (আয়াউবখান নুরখান পাঠান বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য )-এর উপর নির্ভর করেছেন এবং ১৯৭৭

খণ্ড ১ সুপ্রিম কোর্টের মামলাগুলি ৪৮৬ (মণি সুব্রত জৈন এবং অন্যান্য বনাম হরিয়ানা রাজ্য এবং অন্যান্য) এই বিষয়ে।

১৬. উত্তরদাতা নং ১-এর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার ৮.৮ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে জমি ব্যবহারের কোনও লঙ্ঘন বা লঙ্ঘন হয়নি কারণ এই জমিটি খারদাহা পৌরসভার জোন ১-২ নং ওয়ার্ড নং ২০-এর অধীনে পড়ে যা এই ধরনের জমি শিল্প হিসাবে ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

১৭. বিবাদী নং ১-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট যুক্তি দিয়েছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার বিধি, ১৯৬৫-এর বিধি ৫ক-এর কোনও লঙ্ঘন বা লঙ্ঘন হয়নি। তিনি যুক্তি দিয়েছেন যে, কোনও প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান নেই। ১৯৬৫-এর বিধি ৫ক (১০) এর অধীনে কোনও বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ রিট আবেদনকারীর কথা শুনেছে।

১৮. ১৯৫৫ সালের আইনের ৪গ ধারা উল্লেখ করে, বিবাদী নং ১-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট যুক্তি দিয়েছেন যে, এই ধরনের যুক্তি ২৪শে মার্চ, ১৯৮৬ তারিখে আইনে প্রবর্তিত হয়েছিল, যেখানে বিবাদী নং ১ এর আগে কয়েক দশক ধরে প্রশ্নবিদ্ধ জমিটিকে শিল্প হিসেবে ব্যবহার করে আসছিলেন। ফলস্বরূপ, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ম্যানুয়াল, ১৯৯১-এর ১৬৪ নম্বর বিধির কোনও প্রয়োগ নেই এবং সেই বিধি ১৬৬ প্রযোজ্য।

১৯. নং প্রত্যর্থাঁর পক্ষে উপস্থিত প্রবীণ আইনজীবী যুক্তি দেখিয়েছেন যে, যতদূর পর্যন্ত ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে কথিত লঙঘনের বিষয়টি সম্পর্কিত, রিট আবেদনকারী ৩০ জানুয়ারী, ২০১৯-এ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। রিট আবেদনকারীও হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। হাইকোর্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে একই নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছিল যা তারা অভিযোগ খারিজ করে ১৫ জানুয়ারী, ২০২০-এর একটি আদেশের মাধ্যমে করেছিল। রিট আবেদনকারী সেখান থেকে একটি আবেদন করেছিলেন যা ১৯ এপ্রিল, ২০২১-এ খারিজ করা হয়েছিল। রিট আবেদনকারী ১৯ এপ্রিল, ২০২১-এর আদেশকে সমর্থন করে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন যা বিচারাধীন রয়েছে।

২০. বিবাদী নং ১-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ সিনিয়র অ্যাডভোকেট ১৯৭৬ সালের আইনের ধারা ২০ (২) উল্লেখ করেছেন এবং যুক্তি দিয়েছেন যে, অব্যাহতি প্রত্যাহারের জন্য প্রার্থনা করা হয়নি বলে এই ধরনের বিধান প্রযোজ্য নয়। অধিকন্তু, বিবাদী নং ১-এর পূর্বসূরী বা বিবাদী নং ১-এর স্বার্থে কোনও অতিরিক্ত খালি জমি নেই। তিনি ২০০৩ সালের ৭ম খণ্ডের সুপ্রিম কোর্ট মামলা ৩৩৬ (মেহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্য বনাম বি.ই. বিলিমোরিয়া এবং অন্যান্য) -এর উপর নির্ভর করেছেন।

দাবি করা যায় যে, পুরো প্লটটি খালি থাকলেও বা মোট এলাকার একটি অংশ পৌর আইনের আওতায় না এলেও খালি জমির সংজ্ঞা থেকে এটিকে বাদ দিতে হবে। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গ পৌর ভবন বিধিমালা জমির একটি বড় অংশে কাঠামো নির্মাণ নিষিদ্ধ করেছে এবং তাই, জমির এই অংশটি ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে খালি জমির সংজ্ঞার মধ্যে আসতে পারে না। যে কোনও ক্ষেত্রে, ১৯৭৬ সালের আইনের ২০ ধারার অধীনে প্রদত্ত ছাড় একটি চূড়ান্ত প্রমাণ নয় যে প্রাপ্তনে অতিরিক্ত খালি জমি রয়েছে। এই ধরনের যুক্তির সমর্থনে তিনি এআইআর ২০০০ সুপ্রিম কোর্ট ৮৪৩ (বিশেষ কর্মকর্তা ও যোগ্য কর্তৃপক্ষ, শহুরে ভূমি সিলিং এবং আরেকজন বনাম পি. এস. রাও)-এর উপর নির্ভর করেছেন।

২১. বিবাদী নং ১-এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ অ্যাডভোকেট যুক্তি দিয়েছেন যে, রিট আবেদনকারী যে রায়ের উপর নির্ভর করেছেন তার কোনও অনুপাত বর্তমান মামলার তথ্যের সাথে প্রযোজ্য নয়।

#### **ফলাফল-**

২২. শ্যামা প্রসাদ বোস নামে একজনের জমিটি ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। তিনি ১৯৫৬ সালের আগস্ট থেকে অক্টোবরের মধ্যে ২২টি নিবন্ধিত পরিবহন দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তিটি ইন্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেডের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিলেন। ইন্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড ইলেক্ট্রোড তৈরির জন্য প্রশ্নবিদ্ধ জমিতে একটি উৎপাদন ইউনিট স্থাপন করেছিল। এই উৎপাদন ইউনিটটি ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

২৩. ইন্ডিয়া অক্সিজেন লিমিটেড ২২শে অক্টোবর, ১৯৯২-এ এই ধরনের জমি বিক্রির জন্য ১৯৭৬ সালের আইনের ২০ নম্বর ধারার অধীনে ছাড় পেয়েছিল। একটি নিবন্ধিত পরিবহন দলিলের মাধ্যমে, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড ১৯৯৩ সালের ১৬ই মার্চ ১ নম্বর উত্তরদাতার কাছে জমি বিক্রি করেছিল। রিট আবেদনকারী ২০০৩ সালের ১৮ই জুলাই ১ নম্বর উত্তরদাতার কাছ থেকে জমির একটি সীমানা নির্ধারণ করা অংশ কিনেছিলেন।

২৪. উত্তরদাতা নং ১ ২০১৫ সালের ১৫ই জুলাই থেকে তার কারখানা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। উত্তরদাতা নং ১ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (ভূমি সংস্কার) (এডিএম (এলআর) এবং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (ডিএল এবং এলআরও), বারাসাতের কাছে আবেদন করেছিলেন যে ২০১৮ সালের মে মাসে শালী, ডোবা এবং শালী থেকে অবশিষ্ট জমি বাণিজ্যিক/বাস্তুতে রূপান্তরিত করা হবে। সংশ্লিষ্ট ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক (বিএল এবং এলআরও) উত্তরদাতা নং ১-এর আবেদনের উপর একটি প্রফরমা রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন যা ইঙ্গিত করে যে প্রস্তাবিত রূপান্তর কোনও রিট আবেদনকারীকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা নেই।

২৫. রিট আবেদনকারী ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে প্রস্তাবিত ধর্মাস্তকরণের বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। ১০ই ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে রিট আবেদনকারী এডিএম (এলআর) এবং ডিএল অ্যান্ড এলআরও-কে ধর্মাস্তকরণের বিষয়ে তাদের আপত্তি পুনর্ব্যক্ত করে লিখেছিলেন। ১ নম্বর উত্তরদাতা ১৯শে ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে রিট আবেদনকারীর আপত্তির জবাব দিয়েছিলেন। রিট আবেদনকারী ৯ই জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে এর জবাব দিয়েছিলেন।

২৬. ৩০শে জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে রিট আবেদনকারী আরবান ল্যান্ড সিলিং বিভাগে অভিযোগ করেছিলেন যে ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে ছাড়ের শর্ত লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। রিট আবেদনকারী, ১৭ই মে, ২০১৯ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, জমি রূপান্তরের বিরোধিতা করে বিএল অ্যান্ড এলআরও-এর কাছে একটি উপস্থাপনা করেছিলেন। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে বা তার কাছাকাছি সময়ে উত্তরদাতা নং শালী থেকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে জমির চরিত্র পরিবর্তনের অনুরোধের সাথে রূপান্তরের জন্য তাদের আবেদনটি সংশোধন করেছিলেন। রিট আবেদনকারী ৭ই আগস্ট, ২০১৯ তারিখের একটি লেখার মাধ্যমে তাতে আপত্তি জানিয়েছিলেন।

২৭. ২৮শে আগস্ট, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, ADM (LR) এবং DL&LRO বিবাদী নং ১-এর রূপান্তর আবেদনের অনুমতি দেয়। কর্তৃপক্ষ ২রা সেপ্টেম্বর, ২০১৯ তারিখে শালী থেকে শিল্প পার্কে জমি রূপান্তরের বিষয়ে একটি রূপান্তর শংসাপত্র জারি করে। রিট আবেদনকারী ২৮শে আগস্ট, ২০১৯ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন যা ১রা অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে ২০১৯ সালের আপিল নং ২ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল।

২৮. অভিযোগ করে যে, ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে দায়ের করা ৩০শে জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখের আবেদনটি বিবেচনা করা হচ্ছে না, রিট আবেদনকারী ২০১৯ সালের ডব্লিউ. পি. এ নং ১৪,২০০ হিসাবে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন যা ৮ই নভেম্বর, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছিল যাতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে রিট আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব বিবেচনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

২৯. ১৫ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে, ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ রিট আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্ব খারিজ করে দেয়। রিট আবেদনকারী সেখান থেকে একটি আপিল পছন্দ করেছিলেন যা ১৯ এপ্রিল, ২০২১ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল।

৩০. ১৯৫৫ সালের আইনের অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ ২৮ জুলাই, ২০২১ তারিখে রিট আবেদনকারীর আপিল খারিজ করে দেয়, যা ট্রাইব্যুনালে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল এবং যার ফলে আদেশটি আপত্তিজনকভাবে বাতিল করা হয়েছে।

### রিট আবেদনকারীর লোকাস স্ট্যান্ডি

৩১. উত্তরদাতা নং ১ রিট আবেদনকারীর ট্রাইবুনালে যাওয়ার অধিকার এবং ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এই মাননীয় আদালতের কাছে যাওয়ার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। লোকাস স্ট্যান্ডির বিষয়ে পক্ষগুলি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে উল্লেখ করেছে।

৩২. জশভাই মতিভাই দেশাই (উপরে উল্লিখিত) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, ২২৬ অনুচ্ছেদকে ব্যাপক বাক্যাংশে যুক্ত করা হয়েছে যাতে হাইকোর্ট যেখানেই অবিচার খুঁজে পায় সেখানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। এটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে, যদিও সাধারণভাবে ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এখতিয়ার এবং বিশেষত সার্টিওয়ারি বিবেচনামূলক, তবে শুরুতে, আবেদনকারীর অসাধারণ এখতিয়ার আহ্বান করার অবস্থান সম্পর্কে কঠোর নিশ্চিতকরণের উপর জোর দেওয়া আবশ্যিক। ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে অসাধারণ এখতিয়ার আহ্বান করার জন্য লোকাস স্ট্যান্ডি থাকার জন্য, একজন আবেদনকারীকে সাধারণত এমন একজন হতে হবে যার আবেদনের বিষয়ে ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে, যদিও হেবিয়াস কর্পাস বা কো ওয়ারেন্টো ক্ষেত্রে এই জাতীয় নিয়ম শিথিল বা সংশোধন করা হয়। একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে, কিছু আইনি অধিকার লঙ্ঘন বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু আইনি স্বার্থের প্রতি কুসংস্কার আবেদনকারীকে একটি লোকাস স্ট্যান্ডি দিতে হবে।

এটি স্বীকৃতি দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি কোনও কর্তৃপক্ষের কোনও কাজ বা বাদ দেওয়ার দ্বারা পক্ষপাতদুষ্টভাবে প্রভাবিত হয়েছেন, যদিও বিষয়টিতে তাঁর কোনও মালিকানাধীন বা এমনকি বিশ্বস্ত স্বার্থ নেই, তিনি একটি রিট পিটিশন বজায় রাখতে পারেন। ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে এমনকি কোনও অপরিচিত ব্যক্তি বা এমন কোনও ব্যক্তি যিনি কর্তৃপক্ষের সামনে কার্যধারার পক্ষ ছিলেন না, তবে কার্যধারার বিষয়ে যথেষ্ট এবং প্রকৃত আগ্রহ রয়েছে তিনি আবেদন করার অধিকারী হবেন।

৩৩. মণি সুব্রত জৈন (উপরে উল্লিখিত) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে, আইনি অধিকার ছাড়া কেউই বাধ্যতামূলক দাবি করতে পারে না। এটি আরও বলেছে যে, আইনি অভিযোগের শিকার একজন ব্যক্তি বাধ্যতামূলক দাবি করার আগে অবশ্যই একটি বিচারিকভাবে প্রয়োগযোগ্য অধিকার এবং আইনত সুরক্ষিত অধিকার থাকতে হবে। এটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে, কোনও ব্যক্তিকে তখনই ক্ষুণ্ণ বলা যেতে পারে যখন কোনও ব্যক্তিকে কোনও আইনী অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় যার কিছু করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে বা কিছু করা থেকে বিরত থাকার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

৩৪. মুকন্দ শাহ (উপরে)-এর এই মাননীয় আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, আবেদনকারী সেখানে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে রিট আবেদনকারীর দাবি করা পণ্যের মুক্তি স্থগিত রাখার বিষয়ে তিনি সরাসরি এবং আইনত আগ্রহী ছিলেন।

৩৫. সনাতন রায়ের (উপরে উল্লিখিত) এই আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ বলেছে যে, একজন ভোটার হিসাবে রিট আবেদনকারীর কোনও পৌরসভার কমিশনারকে ক্ষমতার বাইরে কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্য ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে আবেদন করার অধিকার রয়েছে। এটি পর্যবেক্ষণ করেছে যে, কোনও পৌরসভার প্রত্যেক ভোটদাতার পৌর বিষয়গুলি আইন অনুসারে পরিচালিত হয় তা দেখার প্রকৃত আগ্রহ রয়েছে। যদি কোনও পৌরসভা ক্ষমতার বাইরে কাজ করে থাকে, তবে পৌর এলাকার বাসিন্দা যিনি একজন পৌর ভোটারও অবশ্যই গুরুতর পক্ষপাতদুষ্ট এবং তাকে উপদ্রব বা বিরক্তির মাধ্যমে বিশেষ ক্ষতি প্রমাণ করার দরকার নেই।

৩৬. সমরেন্দ্র নাথ বসুর (উপরে উল্লিখিত) একক বেঞ্চ সেই মামলার তথ্যে খুঁজে পেয়েছে যে রিট আবেদনকারী লিখিত উপস্থাপনার মাধ্যমে শুনানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিলেন এবং এই ধরনের শুনানি পাওয়ার বৈধ প্রত্যাশা রেখেছিলেন এবং তাই রিট পিটিশনটি বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট সুদ সহ ছিলেন।

৩৭. এম. এস. জয়রাজ (উপরে) পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট জসভাই মতিভাই দেশাই (উপরে) মামলায় গৃহীত অবস্থানের অবস্থান সম্পর্কে পূর্বের কঠোর ব্যাখ্যা থেকে সরে এসেছে এবং

পরবর্তী বছরগুলিতে রিট প্রার্থিতার সাথে জড়িত হাইকোর্টের কাছে যাওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে আরও বিস্তৃত ক্যানভাস গ্রহণ করা হয়েছে। সেই মামলার তথ্যে, মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট খুঁজে পেয়েছে যে, আবগারি কমিশনারের আদেশ আইন লঙ্ঘন করে পাস করা হয়েছিল।

৩৮. সাই চলচিত্র (উপরে উল্লিখিত) রায় দিয়েছে যে, একই ব্যবসায়ের কোনও ব্যক্তির আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা লঙ্ঘন করে ভুল করে লাইসেন্স বাতিলের আবেদন করার অধিকার রয়েছে।

৩৯. এই মাননীয় আদালতের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ রায় দিয়েছে যে, পরিবহন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অভিযোগ মোকাবেলায় যে কোনও পদক্ষেপ বা নিষ্ক্রিয়তাকে চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট পিটিশন যেখানে যাত্রী পরিবহনের জন্য অন্যান্য অপারেটরদের যানবাহন চালানোর সাথে সম্পর্কিত অভিযোগ বহাল রাখা সম্ভব, তবে শর্ত থাকে যে, চ্যালেঞ্জের সারমর্ম কেবল অভিযোগ করা কর্মকাণ্ডের কারণে বিদ্যমান অপারেটরদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উপর ভিত্তি করে নয়।

৪০. আয়াউবখান নূরখান পাঠান (উপরে উল্লিখিত) বলেছেন যে, কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে কোনও কার্যধারায় হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না যদি না সে আদালতকে সন্তুষ্ট করে যে সে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির বিভাগে পড়ে। ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একটি রিট পিটিশন সংবিধানের এই উদ্দেশ্যে রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য

কোনও সংবিধিবদ্ধ বা আইনি অধিকার প্রয়োগ করা, অথবা রিট আবেদনকারীর পক্ষ থেকে যখন কোনও অভিযোগ থাকে যে কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব লঙ্ঘন করা হয়েছে। আইনি অধিকারের অস্তিত্বই রিট প্রথিতয়ার প্রয়োগের ভিত্তি। এটি ব্যাখ্যা করেছে যে, একটি আইনি অধিকার মানে আইনি নিয়ম থেকে উদ্ভূত অধিকার। এটি "ক্ষুদ্র ব্যক্তি" অভিব্যক্তিটির অর্থও ব্যাখ্যা করেছে যে, এটি এমন কোনও ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে না যে মনস্তাত্ত্বিক বা কাল্পনিক আঘাত পেয়েছে এবং "ক্ষুদ্র ব্যক্তি" অবশ্যই এমন একজন ব্যক্তি হতে হবে যার অধিকার বা স্বার্থ বিরূপভাবে প্রভাবিত বা বিপন্ন হয়েছে।

৪১. সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া কোনও ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে তাঁর আইনি অধিকার লঙ্ঘন করা হয়েছে বা কোনও রিট পিটিশন বজায় রাখার অধিকারী হওয়ার জন্য কোনও ১২ অনুচ্ছেদের কর্তৃপক্ষের কোনও পদক্ষেপ, নিষ্ক্রিয়তা বা অপদক্ষেপের দ্বারা তিনি তাঁর আইনি স্বার্থ সম্পর্কে পক্ষপাতদুষ্ট হয়েছেন। রিট আবেদনকারী, এই জাতীয় পরিস্থিতিতে, কার্যধারার অপরিচিত বা ব্যক্তি নাও হতে পারেন বা বিষয়টিতে কোনও মালিকানাধীন বা বিশ্বস্ত স্বার্থ ছাড়াই হতে পারেন তবে অবশ্যই তার আইনি স্বার্থের ক্ষেত্রে আইনি আঘাত বা কুসংস্কারের শিকার হতে হবে। যেমনটি আয়াউবখান নুরখান পাঠানে দেখা গেছে

(উপরে উল্লিখিত), "যে ব্যক্তি অভিযোগ উত্থাপন করে, তাকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে সে কীভাবে আইনি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। সাধারণত, কোনও পদ বা সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার না থাকা কোনও অপরিচিত ব্যক্তিকে অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি দেওয়া যায় না।"

৪২. দুটি বিধি, যথা, ১৯৭৬ সালের আইন এবং ১৯৫৫ সালের আইনের বিধান, যার অধীনে, এর অধীনে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ, রিট আবেদনকারীর অধিকারকে পক্ষপাতদুষ্টভাবে প্রভাবিত করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, রিট পিটিশনটি বজায় রাখার জন্য রিট আবেদনকারীর অবস্থানের ভিত্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। রিট আবেদনকারী আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে রূপান্তরের আদেশের বিরুদ্ধে ১৯৫৫ সালের আইনের ৯৫৪ ধারার অধীনে আপিল করেছিলেন এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে তার অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য ট্রাইবুনালের কাছে গিয়েছিলেন।

৪৩. প্রশ্নযুক্ত জমিটি ১ নম্বর উত্তরদাতার মালিকানাধীন এবং অধিকারের নথিতে শালী হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। ১ নম্বর উত্তরদাতা ১৯৫৫ সালের আইনের ৪সি ধারার অধীনে জমিটিকে "শালী" থেকে "ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক"-এ রূপান্তর করার জন্য আবেদন করেছিলেন। রিট আবেদনকারী কর্তৃপক্ষের কাছে এই ধরনের রূপান্তরের আবেদনের বিরোধিতা করেছিলেন। রিট আবেদনকারীর কথা শোনার পরে, কর্তৃপক্ষ এই ভিত্তিতে এই ধরনের আপত্তি প্রত্যাহ্যান করেছিল যে,

শিল্প উদ্যান স্থাপন শিল্প কার্যকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল এবং তাই, রূপান্তর পশ্চিমবঙ্গ শহর ও দেশ (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৭৯-এর বিধানের অধীনে পৌরসভার "ভূমি ব্যবহার ও উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার" ২৫ অধ্যায়ের ২৫.৪ অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত বিধিগুলির সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

৪৪. রিট আবেদনে আপিল কর্তৃপক্ষের সামনে ১৯৫৫ সালের আইনের ৪গ ধারা এবং ৫৪ ধারার অধীনে জমি রূপান্তরের অনুমতি প্রদানকারী যথাযথ কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন করা হয়েছিল। আপিল কর্তৃপক্ষ জানতে পেরেছিলেন যে, প্রশ্নবিদ্ধ জমিতে একটি বন্ধ শিল্প ইউনিট ছিল এবং সময়ের সাথে সাথে প্রশ্নবিদ্ধ জমির জমির ব্যবহার "শালি" চরিত্র থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। এটি আরও বলেছে যে, এমন কোনও রেকর্ড নেই যা প্রমাণ করে যে, উত্তরদাতা নং ১-এর অনুরোধ অনুসারে প্রশ্নবিদ্ধ জমি রূপান্তরের অনুমতি দেওয়া হলে, রিট আবেদনকারী সহ সংশ্লিষ্ট জমির মালিকের কোনও অসুবিধা হবে না।

৪৫. ২৮শে জুলাই, ২০২১ তারিখের ১৯৫৫ সালের আইনের ৫৪ ধারার অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষের এই আদেশটি দ্বারা আক্রমণ করা হয়েছিল। ট্রাইবুনালের সামনে রিট আবেদনকারী। ট্রাইবুনাল দ্বারা

২৪শে জুলাই, ২০২৩ তারিখের আপত্তিকর আদেশে বলা হয়েছে যে, যদিও ১৯৫৫ সালের আইনে ধারা ৪৮ এর বিধান সন্নিবেশিত করা হয়েছিল - যা পূর্ববর্তী ৭ই আগস্ট, ১৯৬৯ থেকে কার্যকর হয়েছিল, বিএল এবং এলআরও-এর তদন্ত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৬-১৯৫৭ সময়কালে প্রশ্নবিদ্ধ জমির "শালি" চরিত্র থেকে "শিল্প"-তে রূপান্তর অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইন্ডিয়ান অক্সিজেন লিমিটেড - বিবাদী নং ১-এর পূর্বসূরী হওয়ায় - তখন থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ জমিটিকে শিল্প হিসাবে ব্যবহার করে আসছিল। ট্রাইব্যুনাল রায় দিয়েছে যে, রূপান্তরের আবেদনের তারিখে, অর্থাৎ ১১ই জুলাই, ২০১৯ তারিখে, প্রশ্নবিদ্ধ জমিটি বিবাদী নং ১ এবং রিট আবেদনকারী উভয়ের দ্বারাই "শিল্প" হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ট্রাইব্যুনাল আরও বলেছে যে, এলাকার বাসিন্দাদের অসুবিধার কোনও সুযোগ নেই এবং যদি ধর্মান্তরকরণের অনুমতি দেওয়া হয় তবে রিট আবেদনকারীর অসুবিধা হবে না।

৪৬. ট্রাইব্যুনাল, আপত্তিকর আদেশে, রায় দিয়েছে যে, ১৯৫৫ সালের আইনের ধারা ৪গ, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার বিধিমালা, ১৯৬৫ এর বিধি ৫ক এবং পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার ম্যানুয়ালের বিধি ১৬২ এবং ১৬৪ এর বিধান অনুসারে রিট আবেদনকারী "আগ্রহী ব্যক্তি" হতে পারবেন না।

৪৭. ট্রাইব্যুনাল, আপত্তিকর আদেশে, ১৯৫৫ সালের আইনের বিধান, পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার বিধিমালা, ১৯৬৫ এর ৫ক এবং পশ্চিম বঙ্গ ভূমি সংস্কার ম্যানুয়াল, ১৯৯১ এর ১৬২ এবং ১৬৪ বিধি নিয়ে আলোচনা করেছে। এছাড়াও, তারা রাজ্য সরকারের ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫ তারিখের স্মারকলিপি বিবেচনা করেছে যেখানে রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, সংলগ্ন প্লটধারীদের কাছ থেকে অনাপত্তি গ্রহণের ব্যবস্থা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এবং পরিবর্তে সংলগ্ন প্লটধারীদের শুনানির জন্য ডাকা যেতে পারে।

৪৮. ১৯৫৫ সালের আইনের ৪গ ধারার বিধান কার্যকর হওয়ার অনেক আগেই প্রশ্নবিদ্ধ জমিটি শিল্প-ব্যবহারে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। অতএব, রূপান্তরের আবেদনটি এমন একটি যা প্রশ্নবিদ্ধ জমির প্রকৃত ব্যবহার রেকর্ড করে। রূপান্তরের আবেদনটি স্থল বাস্তবতার বিপরীত বলে প্রমাণিত হয়নি। রিট আবেদনকারীর কোনও অধিকার দূর থেকেও লঙ্ঘিত হওয়ার প্রমাণিত হয়নি। বিপরীতে, রিট আবেদনকারী মূল প্লট থেকে বেরিয়ে আসা একটি জমির মালিক হয়েছেন যা রূপান্তরের আগে শিল্প উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। রিট আবেদনকারী তার মালিকানাধীন প্লট থেকে শিল্প কার্যকলাপ পরিচালনা করার কথা স্বীকার করেছেন। অতএব, বিবাদী নং ১-এর আবেদন অনুসারে রূপান্তরকে যথাযথ কারণে ট্রাইব্যুনাল পর্যায়ে যথাযথভাবে অনুমোদিত করা হয়েছে। বিপরীত মতামত গ্রহণের জন্য আমাদের সামনে কোনও উপাদান উপস্থাপন করা হয়নি।

৪৯. ১৯৭৬ সালের আইনের বিধানগুলির তথাকথিত লঙ্ঘনের বিষয়ে অন্য দিকটি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা তার এখতিয়ারের মধ্যে নয় এবং যথাযথভাবে বলা হয়েছে। যে কোনও ক্ষেত্রে, রিট আবেদনকারী ১৯৭৬ সালের আইনের অধীনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সামনে দেওয়া চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্রে সফল হননি।

৫০. রিট পিটিশনকারী লোকাস স্ট্যান্ডি থাকার পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হন না যাতে প্রশ্নে জমির রূপান্তরের আবেদনের ক্ষেত্রে উত্তরদাতা নং ১ এর বিরুদ্ধে একটি ব্যবস্থা বজায় রাখা যায়।

#### শহুরে জমির সর্বোচ্চ সীমা -

৫১. বর্তমান মামলার তথ্য ও পরিস্থিতিতে এল. কে. রত্না (উপরে) এর অনুপাতের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই কারণ, রিট আবেদনকারী প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগে তার উপর কোনও পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হয়েছে তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অধিকন্তু, যথাযথ কর্তৃপক্ষ, আপিল কর্তৃপক্ষ এবং ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত এবং রিট আবেদনকারীর বক্তব্য শোনার পর তা গৃহীত হয়েছে।

৫২. আদালতকে জানানো হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ ভূমিজীবী কৃষক সমিতি ও সংগঠন এবং অন্যান্যরা (উপরে) সম্পর্কিত একটি দেওয়ানি আপিল মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন রয়েছে।

৫৩. পি. এস. রাও (উপরে উল্লিখিত) বলেছেন যে, ১৯৭৬ সালের আইনের ২০ ধারার অধীনে ছাড়ের জন্য একটি আবেদন অতিরিক্ত জমি ঘোষণা করার পরেও রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য এবং এই ধরনের অতিরিক্ত জমি তার ১০ ধারার অধীনে রাজ্যে ন্যস্ত করা হয়েছে।

৫৪. দারোখি ক্লেয়ার পারেরা এবং অন্যান্যরা (উপরে) ১৯৭৬ সালের আইনের বিধানগুলিও আলোচনা করেছেন। তারা পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, ১৯৭৬ সালের আইনের পরিকল্পনার অধীনে, ধারা ১০ (৩) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর এবং জমিটি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত হওয়ার তারিখ নির্ধারণ করার পর এবং গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর এবং তাতে উল্লিখিত তারিখ থেকে, অতিরিক্ত জমি রাজ্যের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং আইন অনুসারে আপিলের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে সমস্ত দায়মুক্ত থাকে।

৫৫. ১৯৭৬ সালের আইনের ২০ ধারার অধীনে প্রদত্ত ছাড় প্রত্যাহারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আদেশের প্রেক্ষাপটে ওয়েল উইশার ইলেকট্রনিক্স পি. লিমিটেড এবং আরেকজন (উপরে উল্লিখিত) ১৯৭৬ সালের আইনের বিধানগুলি নিয়ে কাজ করেছে।

৫৬. ১৯৫৫ সালের আইনের অধীনে রূপান্তর মঞ্জুর করার আদেশের মালিকানা আক্রমণ করা হয়েছে। ১৯৭৬ সালের আইনের লঙ্ঘন, যদি থাকে, বর্তমান কার্যধারার বিষয়বস্তু নয় এবং ট্রাইব্যুনাল সঠিকভাবে বলেছে যে, এটি তার প্রথিত্যারের বাইরে। ফলস্বরূপ, ১৯৭৬ সালের আইনের বিধান লঙ্ঘনের অভিযোগে উদ্ধৃত কর্তৃপক্ষের প্রয়োগের কোন পদ্ধতি নেই।

#### উপসংহার-

৫৭. রিট আবেদনকারীর তার দাবির কোনও যুক্তি নেই - যেমনটি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপত্তিকর আদেশে সঠিকভাবে রাখা হয়েছে।

৫৮. ২০২৩ সালের W.P.L.R.T নং ৯৯ রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য না হওয়ায় এবং কোনও যোগ্যতা ছাড়াই খরচ সম্পর্কিত কোনও আদেশ ছাড়াই খারিজ করা হচ্ছে।

[বিচারপতি দেবাংশু বসাক]

৫৯. আমি একমত।

[বিচারপতি মহম্মদ শাক্বার রাশিদি]

## **DISCLAIMER**

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

### **দাবিত্যাগ**

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/Diganta Mondal**